ALL INDIA RADIO

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

20 JULY 2024 **7:45—7:55 PM IST**

==========

১) কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার ৬টি স্লুইসগেটের দেখাশুনার জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়ে কমিটি গঠন করে তাদের কাজের জন্য বছরে ২৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে বলে রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার ঘোষণা ।

২) বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় একহাজার ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর দেশে প্রত্যাবর্তন / করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে আজ ৪১ জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যাবর্তন ।

৩) আসামের বিভিন্ন স্থানে ‘স্টপ ডায়েরিয়া’ শীর্ষক রাজ্য পর্যায়ের অভিযানের অধীনে ডায়েরিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা কার্যসূচির সূচনা ।

এবং

(৪) কাছাড় জেলার স্বাস্থ্যসেবার উৎকর্ষ সাধন সহ জেলার একাধিক প্রতিষ্ঠানের জাতীয় পর্যায়ের গৌরব অর্জন/ করিমগঞ্জে আজ থেকে ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়ার খাদ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত মোবাইল ভ্যানের সূচনা/

আসাম সরকারের জলসম্পদ এবং তথ্য জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা আজ কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত মহাদেবপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করে বেশকয়েকটি স্লুইসগেট সরেজমিনে ঘুরে দেখেন । ঐ এলাকার সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বি আর ও) এর দ্বারা নির্মাণ করা ছ’টি স্লুইসগেট ২০২২ সাল থেকে রাজ্যের জলসম্পদ বিভাগ পরিচালনা করে আসছে । শ্রী হাজারিকা আজ বলেশ্বর ও ফইচকা স্লুইসগেট দুটি পরিদর্শন করে বিভাগীয় বাস্তুকার এবং স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে এই গেটগুলির বিষয়ে খোঁজখবর নেন । স্লুইসগেটগুলির ৪০টি শাটারের ৩৩টি বর্তমানে কর্মক্ষম রয়েছে বলে জানা গেছে । অন্য সাতটি শাটারের মেরামতির কাজ চলতি বর্ষার মরশুমের পরেই সম্পন্ন করা হবে বলে মন্ত্রী শ্রী হাজারিকা স্থানীয় জনসাধারণকে

জানিয়েছেন । এছাড়া মন্ত্রী কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার ছ'টি স্লুইসগেট নিয়মিত দেখাশুনা করার জন্য স্থানী জনসাধারণকে নিয়ে ছ'টি কমিটি গঠন করে দেবার কথা ঘোষণা করেন । কমিটিগুলিকে স্লুইসগেটগুলি দেখাশুনা করার জন্য বছরে ২৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থ দেওয়া হবে বলেও মন্ত্রী শ্রী হাজারিকা জানিয়েছেন ।

জলসম্পদ বিভাগের মন্ত্রী পরে কাছাড় জেলার বড়খলায় গিয়ে জাটিঙ্গা নদীর ভাঙন পরিদর্শন রোধের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় বাস্তুকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ।

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরুপনের উদ্দেশ্যে আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি প্রতিনিধি দল আসামে এসে উপস্থিত হয়েছে । কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রনালয় , সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রনালয় , গ্রামোন্নয়ন তথা কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের একটি দল মাজুলীর শালমারা ও জুগুনিধারী অঞ্চল দুটি পরিদর্শন করার পর জেলার সব বিভাগের প্রধান আধিকারিকদের সংগে জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে একটি বৈঠকে মিলিত হয় । বৈঠকে প্রতিনিধি দলটি বন্যায় ক্ষয় ক্ষতির পরিমান সহ ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সহায়তার জন্য বিভাগগুলির গ্রহণ করা পদক্ষেপের বিষয়ে খোজ নেন । এদিকে অন্য আরেকটি প্রতিনিধি দল আজ নগাও এ উপস্থিত হয়ে নগাও সদর রাজস্ব চক্র ও কামপুর রাজস্ব চক্রের অর্ন্তগত বেশ কিছু বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে ক্ষয় ক্ষতির খোজ নেয় ।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ১ হাজার বাংলাদেশে বসবাস করা ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী নিরাপদভাবে দেশে ফিরে এসেছেন । কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে আজ ৭শো ৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ভারতের বিভিন্ন বন্দরে এসে পৌছেছে । এছাড়াও আরো ২শো জন ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং চিটাগাং বিমান বন্দর থেকে বিমানযোগে আজ ভারতে এসে পৌছেছে । মন্ত্রক সূত্রে আরো জানানো হয়েছে যে ওইসব ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ ভাবে দেশে ফিরে আসতে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন এবং চিটাগাং , রাজশাহী , সিলেট এবং খুলনার সহকারী হাই কমিশন সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে । ভারত-বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিক সীমান্ত এলাকা দিয়েও ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদ ভাবে ভারতে পৌছে দেওয়ার কাজেও বাংলাদেশ কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ সহায়তা করছে বলেও কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে । ভারতও বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ কতৃপক্ষের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে ।

এদিকে , আমাদের করিমগঞ্জ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে অধ্যয়নরত ৪১ জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী আজ করিমগঞ্জ সুতারকান্দি ইন্টিগ্রেটেড চেক পোষ্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদভাবে ভারতে এসে পৌছেছে । উল্লেখ্য যে করিমগঞ্জ জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ১শো কিলোমিটার অংশ রয়েছে । করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব জানিয়েছেন যে জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং সেখন থেকে করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করতে একজন দন্ডাধীশকে নিযুক্তি দিওয়েছে । তিনি আরো জানান যে আজ মোট ৪১ জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী করিমগঞ্জ ফিরে এসেছে এবং আরো কয়েকজনের খুব শীঘ্রই ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে ।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আজ ‘স্টপ ডায়রিয়া’ শীর্ষক রাজ্য পর্যায়ের অভিযানের অর্ন্তগত জেলাভিত্তিক ডায়রিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা কার্যসূচীর সূচনা করা হয়েছে । এই উপলক্ষে গুয়াহাটির খানাপাড়া রাজ্য হাসপাতালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযান-আসাম’এর সঞ্চালক এম. এস. লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিক কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন । শিশুদের ডায়রিয়া থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে এই অভিযানের মূল লক্ষ্য । এই অভিযান চলাকালীন আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘরে ঘরে ও আর এস, জিঙ্ক ট্যাবলেট ইত্যাদি সেবনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করাবেন ।

ডায়রিয়া বিরোধী এই অভিযানের আওতায় চিরাং জেলার বামুনিগাঁও আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে আজ দুদিনের বিশেষ সচেতনতা কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে । হাইলাকান্দি জেলায়ও হাইলাকান্দি শহরের সন্তোষ কুমার রায় জেলা সিভিল হাসপাতালে ডায়রিয়া নির্মূল অভিযানের সূচনা করা হয়েছে । জেলা আয়ুক্ত নিসার্গ হিভারে গৌতম এই কার্যসূচীর সূচনা করেন । এই উপলক্ষে এই জেলার পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের ডায়রিয়া রোগ থেকে রক্ষা করতে আশাকর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । জেলা আয়ুক্ত তাঁর ভাষণে বলেন যে- জেলার সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডায়রিয়া চিকিৎসার ওষুধ, ও আর এস এবং জিঙ্ক ট্যাবলেট মজুত রাখতেও স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । এই অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত এস কে রায় সিভিল হাসপাতালে ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করা একটি ওর‍্যাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও আর টি) ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন । উল্লেখ্য- ডায়রিয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে বাড়িঘর পরিস্কার রেখে রান্না করা তাজা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে হবে এবং রাস্তার পাশে বিক্রি করা কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা যাবেনা ।

কাছাড় জেলার বেশকয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে জাতীয় স্তরের শংসাপত্র লাভ করেছে । জেলার হরিনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমগ্র কাছাড় জেলা তথা বরাক উপত্যকার মধ্যে ন্যাশনেল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস (এন কিউ এ এস) এর নিরিখে সেরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শংসাপত্র লাভ করেছে । এছাড়া কাছাড় জেলার বিভিন্ন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের

অর্ন্তগত পাঁচটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরও এন কিউ এ এস শংসাপত্র পেয়েছে । এদিকে শিলচরের সতীন্দ্র মোহন দেব সিভিল হাসপাতালকে তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত প্রসূতি কক্ষ এবং অপারেশন থিয়েটারের জন্য LaQshya সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে । এবং এই হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংককে সমগ্র আসামের মধ্যে সেরা হওয়ায় ন্যাশনেল এক্রেডিটেশন বোর্ড ফর হসপিট্যালস এন্ড হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার্স- (এন এ বি এইচ) সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

করিমগঞ্জে আজ থেকে ভারতীয় ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়ার খাদ্য পরীক্ষার জন্য মোবাইল ইউনিট ফুড সেফটি অন হুইলস মোবাইল ভ্যানের যাত্রা শুরু হয়েছে । অত্যধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই মোবাইল ভ্যানটির আজ দুপুরে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্তের কার্যালয় প্রাঙ্গন থেকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল , জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব , স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ুক্ত মিনার্ভা দেবী আরামবাম প্রমুখ পতাকা নাড়িয়ে যাত্রার সূচনা করেন । এর আগে এই ভ্যানের যাত্রা নিয়ে জেলা আয়ুক্তের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । এতে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল জানান যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জনগণকে খাদ্যের ভেজাল থেকে মুক্ত রাখতে এবং গুণগত মানের খাদ্য প্রদান করতে ফুড সেফটি অন হুইলস নামের মোবাইল ভ্যানটি জেলার সব প্রান্তে যাবে । এর মাধ্যমে দুধ , পনির , ভোজ্যতেল , মিষ্টি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে । এ ছাড়াও এই মোবাইল ইউনিটকে খাদ্য নিরাপত্তা , স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নাগরিকদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হবে ।

করিমগঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র দ্বিগুণ ও তিনগুণ ফসল চাষ উদ্যোগের সূচণা করে জেলার কৃষি মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় চিহ্নিত করেছে । অনুষ্ঠানটি করিমগঞ্জ জেলায় একটি সচেতনতামূলক কার্যসূচি এবং দ্বৈত ও তিন শস্য পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বক্তব্য এবং ধান ক্ষেতে আনুষ্ঠানিকভাবে ধানের চারা রোপনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান , প্রবীন বিজ্ঞানী ড: পুলকাভ চৌধুরী , জেলার কৃষি বিভাগের সহকারী পরিচালক পঞ্জজ মজুমদার এবং আকবরপুরের জি পি সভাপতি মহম্মদ আব্দুল মালিক । অনুষ্ঠানে ড. পি চৌধুরী তার বক্তব্যে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে এই শস্য পদ্ধতির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন ।

কাছাড়ের জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে যেসব সেনাবাহিনীর লোক ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ই এস এম অবসর নিয়েছেন এবং যে কোন আর্মী কোর্সে ড্রিল , প্লাটুন ওয়েপন , সেকসন কামান্ডার এবং পি সি যোগ্যাতা অর্জন করেছেন এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ এন সি সি-তে চাকুরী করতে আগ্রহী থাকেন তবে তাদের আগামী ২৬ জুলাইর আগে জেলা সৈনিক কল্যান কার্যালয় , শিলচরে তাদের বিবরণ জমা দিতে অনুরোধ করা হয়েছে । প্রার্থীকে শারীরিকভাবে যোগ্য থাকতে হবে এবং এন সি সি ইউনিটে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের কাজে ইচ্ছুক থাকতে হবে ।

করিমগঞ্জ জেলার পার্বত্য উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে নবম ও দশম শ্রেণীর প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপের জন্য অনলাইন দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে । এই দরখাস্ত অনলাইনে জাতীয় স্কলারশিপ পোর্টাল www.scholarships.gov.in এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে ।